

সার্কিস ম্যান

২য় বার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুকদের প্রাথমিক কর্ম পরিকল্পনা



মেডিকেল
ভাসিটি এবং
সম্মিলিত ভর্তি প্রস্তুতি



শ্রপ পূরণে আন্তরিক প্রচেষ্টা

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির বিশেষ প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ

কিছু স্বপ্নের মৃত্যু হয় না। যাদের ১ম বারে মেডিকেল কলেজে প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি তাদের অনেকেই কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে দাঢ়িয়েছ, স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছ। এই নতুন স্বপ্নের সফল সমাপ্তির জন্য আবার তুমি যুদ্ধে শামিল হতে পার। তবে সব সিদ্ধান্ত যেন যৌক্তিক এবং গঠনমূলক হয়। ২০১৭ সালে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ৫ নাম্বার কাটার পরও সেকেন্ড টাইম থেকে DMC, SSMC সহ সরকারী মেডিকেলে চাঞ্চ পেয়েছে ১২২৮ জন (Source : JAGO news)।

অতএব, যারা সুপরিকল্পিতভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে আরেকবার পরীক্ষা দিতে চাও তাদের জন্য ভয়ের কিছু নেই কিংবা হারানোর কিছু নেই। শুরু থেকে (কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে বা না থেকে) সঠিকভাবে পরিশ্রম করলে সাফল্য কেন আসবে না? যারা ২০১৭ সালে 1st Time বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দিয়েছিলে, তারা সরকারী মেডিকেল কলেজে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে আবার নতুন করে শুরু করতেই পার।

মেডিকোতে 2nd Time দের জন্য বশিরভাগ ক্লাসেই থাকবেন মেডিকোর সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ যেমন: বায়োলজি- Dr. Jony; ফিজিক্স- Engr Faisal; কেমিস্ট্রি- Dr. Rony সহ আরও অনেকে), যাদের গাইডলাইন তোমাকে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

2nd Time দিতে ইচ্ছুকদের
BEST SERVICE নিয়ে মেডিকো
প্রস্তুত আছে। নব উদ্যমে-স্বপ্ন পূরণের
প্রত্যয়ে-চলো একসাথে যুদ্ধে নামি।

ডাঃ জোবায়দুর রহমান জনি
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী পরিচালক



ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণের পথে

২০১৮ সালে

মেডিকোর

পরিকল্পনায় যা রয়েছে

টেক্স্ট বুক

তোমার জন্য

শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার

বিগত বছরগুলোতে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সবসময়ই ইন্টারমিডিয়েটের টেক্স্ট বুক থেকে হয়েছে। তাই মেডিকোর শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে টেক্স্ট বুক। আমরা মনে করি, একজন স্টুডেন্ট যদি টেক্স্ট বই ভিত্তিক প্রস্তুতি নেয় তাহলে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অবশ্যই ভাল রেজাল্ট করবে। মেডিকোতে মূলত ইন্টারমিডিয়েটের টেক্স্ট বই দাগিয়ে এবং বুকিয়ে পড়ানো হয়। সবগুলো পরীক্ষার প্রশ্নও করা হয় টেক্স্ট বুক থেকে, তাই ভর্তি পরীক্ষায় অধিকাংশ প্রশ্ন কমন পাওয়া যায়। আমাদের স্লেগান- “চাপ যদি পেতে চাও, টেক্স্ট বুক হাতে নাও”।

চিচার্স প্যানেল

তোমার প্রয়োজনে

অভিজ্ঞ সেরা চিচার

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার মত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের সময় অভিজ্ঞ এবং সিনিয়র শিক্ষকরাই ক্লাসে সবচেয়ে ভালভাবে স্টুডেন্টদের গাইডলাইন দিতে পারে। তাই মেডিকোর প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক ক্লাস লেকচার সরাসরি সিনিয়র শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে হয়। ২০১৮ সালে 2nd Time কোর্স প্ল্যানের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিবেন-

জীববিজ্ঞান : ডাঃ জোবায়দুর রহমান জনি

রসায়ন : ডাঃ ইব্রাহিম খলিল রনি

পদার্থবিজ্ঞান : ইঞ্জিনিয়ার ফয়সাল হায়দার

সহ আরও কয়েকজন সেরা চিচার। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ চিচারদের সমন্বয় যেখানে কল্পনাতীত, সেখানে মেডিকো স্টুডেন্টদের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সেরা চিচার্স প্যানেল প্রস্তুত রয়েছে।



ফাহিয়াজ আল-মুহাবিন

জাতীয় মেধায় ১৯৬ তম

ঢাকা মেডিকেল কলেজ

প্রাক্তন : সাতকীরা সরকারী কলেজ

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ্ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চাপ পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আবু-আমুর অনেক স্বপ্ন ছিল যাতে বড় হয়ে আমি ডাক্তার হতে পারি। সে উদ্দেশ্য নিয়েই প্রথমবার মেডিকেল পরীক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে এবং পাঠ্যপুস্তক পর্যাপ্ত পরিমাণে অধ্যয়ন না করার কারণে এবং প্রথম বার চাপ হয়নি। তবে চাপ না পেলেও শিখে ছিলাম অনেক কিছু। সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি পেয়েছিলাম তা হল, মেডিকেলে চাপ পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল বইয়ের কেন বিকল্প নেই। বাজারে যতই চমকপ্রদ গাইড আর নোট বই থাকুকনা কেন সেগুলি কোনভাবেই একজন শিক্ষার্থীকে মেডিকেল কলেজের দ্বারপ্রান্তে পৌছের দেয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল বারবার টেক্স্ট বই পড়া। ১মবার শেষ হলে ২য়বার, ২য়বার শেষ হলে ৩য়বার। এভাবে আমি প্রায় ১২-১৩বার প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্য বই পড়েছিলাম। জুন মাসে সিন্ধান্ত আসলো সেকেন্ড টাইমারদের ৫ নম্বর কাটা হবে। শুনে খারাপ লাগলেও আমি খেমে যাইনি। আমি নিজেকে বুঝিয়েছি চেষ্টা ছেড়ে দিলে ফল হবে একটাই এবং সেটা হল আমার পরাজয়। কিন্তু আমি যদি চেষ্টা চালিয়ে যাই তাহলে ফল হতে পারে দুরকম- এক। আমার পরাজয়, দুই। আমার সফলতা। একটা কথাই বার বার মনে হতো-যদি নিজের উপর বিশ্বাস থাকে, আল্লাহর উপর আস্থা থাকে আর সর্বোচ্চ আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকে তাহলে মেডিকেল কলেজে চাপ পাওয়া অসাধ্য কিছু নয়। আবু-আমুর দোয়া, মেডিকোর ভাইয়া-আপুদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সঠিক গাইডলাইন আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। মেডিকো পরিবার, আবু-আমু এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই।



আনিকা তাবাস্সুম

জাতীয় মেধায় ১২৯ তম

ঢাকা মেডিকেল কলেজ

প্রাক্তন : বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজ

আমি প্রথম বার ঢাকা ডেন্টাল কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে চাপ পাই। কিন্তু ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়ার। স্বপ্ন আর প্রবল ইচ্ছাক্ষণি নিয়ে মেডিকোতে ভর্তি হই। অপর দিকে ভর্তি হই ইংরেজী বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস কমিয়ে দিয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকি মেডিকোতে। মূল বই ভিত্তিক পড়াশোনা আর মেডিকোর সঠিক দিক নির্দেশনায় প্রস্তুতি নেই। সবশেষে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চাপ পাই। প্রথমে ৫ নম্বর কাটা নিয়ে ভেঙ্গে পড়লেও শেষ পর্যন্ত নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যাই। নিয়মিত পড়াশোনা, কঠোর পরিশ্রম আর মেডিকোর সঠিক দিক নির্দেশনাই আমাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছে। মেডিকোর ক্লাস পরীক্ষাসহ সব কার্যক্রমই ছিল সময়োপযোগী এবং পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুতি নেয়ার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। মেডিকোর জন্য রইল অনেক শুভকামনা।

ক্লাস লেকচার তোমার জন্য সর্বোচ্চ সহযোগিতা

প্রতিটি সাবজেক্টে একেকটি অধ্যায় কিভাবে
পড়তে হবে, কিভাবে পড়লে বুঝে অল্প সময়ে
পড়া মনে রাখা সম্ভব- এ বিষয়গুলো বিবেচনায়
নিয়ে মেডিকোতে ক্লাস পরিচালনা করা হয়। মূল
বইয়ের কোন অংশ পড়তে হবে তা দাগিয়ে
দেওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বুঝিয়ে দেওয়া
হয়। ক্লাসেই পড়া মনে রাখার বিভিন্ন টেকনিক
বলে দেওয়া হয়। মূল বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিক
সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য মাল্টিমিডিয়া
প্রজেক্টের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
আমরা বলি- “মেডিকোর ক্লাস করলে অর্ধেক
পড়া ক্লাসেই শেষ হয়ে যায়”।

সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজী

শুরু থেকেই নিয়মিত ক্লাস

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজী
থেকে ২৫ নাম্বারের প্রশ্ন থাকে। ফাইনাল পরীক্ষায়
যেনো এই ২৫ নাম্বারের মধ্যে কমপক্ষে ২২/২৩
নাম্বার পাওয়া যায় তাই মেডিকোতে 2nd Time
স্টুডেন্টদের শুরু থেকেই নিয়মিত সাধারণ জ্ঞান ও
ইংরেজী ক্লাস নেওয়া হয়। এছাড়া নিয়মিতভাবে
মেডিকোর প্রতিটি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান ও
ইংরেজী থেকে প্রশ্ন করা হয়। এর ফলে
মেডিকোর স্টুডেন্টরা অন্যদের থেকে এই ২টি
বিষয়ে অনেক এগিয়ে থাকে।

পরীক্ষার পদ্ধতি ভিন্নধর্মী আয়োজনে ডেইলি এক্সাম ও রিভিউ এক্সাম

- Daily Exam :** প্রতিদিন বিগত ক্লাসের
উপর ১০০ নাম্বারের Daily Exam নেওয়া
হবে। প্রতিটি Daily Exam ৭৫ নাম্বারের
MCQ (নৈর্ব্যক্তিক) প্রশ্নের পাশাপাশি ২৫
নাম্বারের SAQ (এক কথায় উত্তর) প্রশ্নে
লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে।
- Weekly Exam :** প্রতি ৩ লেকচার শেষ
হলে এই লেকচারে অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়গুলোর
উপর প্রতি সপ্তাহে ১০০ নাম্বারের রিভিউ
পরীক্ষা হবে।
- Monthly Exam :** প্রতি মাসের শেষে
এই মাসে যতগুলো অধ্যায় পড়ানো হয়েছে
তার উপর ১০০ নাম্বারের Monthly
Exam নেওয়া হবে।
- Trial Exam :** নির্দিষ্ট কতগুলো লেকচার
শেষে বাংলাদেশের সবগুলো শাখার
স্টুডেন্টদের নিয়ে Trial Exam হবে
এবং সম্মিলিত মেধাতালিকা প্রকাশ করা
হবে।



মোঃ হাসান হাওলাদার

জাতীয় মেধায় ১৪৭ তম

ঢাকা মেডিকেল কলেজ

প্রাতন : নটর ডেম কলেজ

প্রথমেই আমি স্মরণ করছি আমার সৃষ্টিকর্তাকে। তিনি আমার জন্য এত বড় একটা উপহার প্রস্তুত করে রেখেছেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এরপর আমি আমার মা-বাবার প্রতি চির কৃতজ্ঞ। ২০১৬ সালে যখন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের পর মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পাইনি তখন দু'চোখে সরবরাহের ফুল দেখছিলাম। সবাই আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতো। সবাই স্বপ্ন দেখতো আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো। সবার মতের বিপরীতে গিয়ে ভর্তি হই
মেডিকোতে কিন্তু ২০১৬ সালে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, BUTEX, জাহাঙ্গীরনগর-এ চাল ঠিক-ই পেয়েছিলাম। কিন্তু ভর্তি হইনি। তারপর ২০১৬ সালের শেষ
দিকে যখন SUST-এ CSE নিয়ে পড়ার সুযোগ পেলাম তখন বাবা বললো, “তুমি সিলেটে
যাও”। কি আর করা! সিলেট চলে গেলাম। কিন্তু পড়া লেখায় মন বসছিলোনা। চোখে শুধু সাদা
অ্যাপ্রোনের ছবি ভেসে উঠতো। রাস্তা দিয়ে কাউকে অ্যাপ্রোন পড়ে হাটতে দেখলে দু'চোখ দিয়ে
মনের অজাতেই জল চলে আসতো। সিন্দ্রান্ত নিলাম মেডিকেলে ২য় বার পরীক্ষা দিবো। বাবাকে
আমার মনের কথা বললাম। অবশ্যে বাবা রাজি হলেন। যখন শুনলাম ৫ নম্বর কাটা যাবে
তখন আমার ছেট বোন আমাকে বললো, “নিজের উপর বিশ্বাস রাখো”। ওর কথা মত কঠোর
পরিশ্রম করলাম। রাতে দু'চোখে ঘুম আসতো না। এমনও সময় পার করেছি যখন টানা ৩০
ঘন্টা বই নিয়ে বসে থাকতাম। পরিশ্রম করলে আল্লাহ কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না।
অবশ্যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ৮৭.৭৫ (৫ কাটার পর ৮২.৭৫) পেয়ে ঢাকা মেডিকেল
কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। (১৪৭ তম)। Notre Dame College ও
MEDICO-র সকল শিক্ষক ও ভাইয়াদের প্রতি আমার সালাম।



শেহরিন তাবারা অনন্য

জাতীয় মেধায় ২৩৬ তম

স্যার সলিমুজ্জাহ মেডিকেল কলেজ

প্রাতন : হাসি ক্লিনিক কলেজ

‘মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়’। ছেটবেলা থেকে ডাক্তার হওয়ার যে স্বপ্ন ছিলো আমার,
তা প্রথমবার ভেঙ্গে যায়। খুব বেশি হতাশায় ডুবে গিয়েছিলাম। আশে পাশের মানুষের বিভিন্ন
কথাবার্তা, অগমান সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু মা-বাবার আমার ওপর থেকে ভরসা ওঠে
যায়নি। তারা জানতেন, ‘আমি পারব’। তারপর ডিসেম্বরে ভর্তি করিয়ে দেন আমাকে মেডিকো
ফার্মেসিট ব্রাফে। মেডিকোতে আমি একাডেমিক এবং ১ম বার মেডিকেল কোচিং করেছি।
মেডিকোর ভাইয়া এবং আপুরা খুবই আত্মরিক। যেকোনো পড়া সহজে কীভাবে মনে রাখা যায়
তার টেকনিক তারা শিখিয়ে দেন। ক্লাসের পড়া ক্লাসে পড়িয়ে আবার ক্লাসেই নেয়ার চেষ্টা
করেন। এটা খুব ভাল দিক। মেডিকোর সহায়ক নেট এবং পরিশীলন অংশ থাকায় বিভিন্ন
বইয়ের তথ্য এবং MCQ সহজেই পাওয়া যায়। আর ২য় বার মেডিকেল পরীক্ষার্থীদের
সবচেয়ে বেশি থাকে ‘হতাশা’। মেডিকোর ভাইয়া আপুদের অনুপ্রেরণামূলক কথাবার্তা অনেক
বেশি অণুপ্রাণিত করে। সর্বোপরি পরীক্ষার হলে চিন্তামুক্ত হয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়া চাল
পাওয়ার ক্ষেত্রে এটা ছিলো আমার অন্যতম হাতিয়ার।



মোঃ সারাফাত হোসেন

জাতীয় মেধায় ২৩৭ তম

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ

প্রাতন : বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ

আল্লাহর অশেষ রহমতে ২য় বার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে চাপ পেয়ে সত্যিকার অর্থেই আমি অনেক বেশি আনন্দিত। তবে এই সাফল্য অর্জনের পেছনের গল্প যদি আমার থেকে জানতে চাওয়া হয় তবে আমি বলব অন্য ৮-১০ জন সেকেন্ড টাইমার এর মতোই আমার দিনগুলো সহজতর ছিলনা। গত বছর যখন মাত্র ১.২৫ এর জন্য চাপ পেলাম না তখনই মনে মনে এই জেদ কিংবা প্রতিজ্ঞা যা-ই বলুননা কেন ঠিক করেছিলাম যে ২য় বার ইনশাআল্লাহ্ জীবনের স্বপ্ন পূরণের সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু করবো, আর সেই উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ভর্তি থাকা সত্ত্বেও ক্লাস মোটেই করিনি। ২য় বার প্রস্তুতিটা খুব ভালভাবে সম্পন্ন করার জন্য শুরু থেকেই আস্থা রেখেছি সেই মানুষদের উপর যাদের দেখে স্বপ্ন পূরণের সঠিক পথ প্রদর্শক বলেই মনে হয়েছে- এক কথায় বলতে গেলে মেডিকোর ভাইয়া-আপুদের উপর যারা ছিল অনুপ্রেরণার অনেক বড় জায়গা কেননা তাদের অধিকাংশেই গল্পগুলো ছিল আমার মতো। তাদের পরিশ্রম, অধ্যবসায় আমাদের যেমন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে ঠিক তেমনি তোমাদেরকেও যোগাবে। সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি আর নিজের পরিশ্রমের উপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলো এই শুভকামনা থাকলো।



কাজী শাকিবুর রহমান

জাতীয় মেধায় ২৮১ তম

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ

প্রাতন : বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ

আমি কাজী শাকিবুর রহমান, মহান আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে আমি এইবার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে চাপ পেয়েছি। আমি বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের ছাত্র ছিলাম। ইচ্ছা ছিল মেডিকেলে পড়ার। কিন্তু প্রথমবার চাপ হয়নি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ছিলাম। আমার মেডিকেলে চাপ পাওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা ছিল আমার পিতা মাতার। তাদের সাপোচেই আমি দ্বিতীয় বার মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের প্রস্তুতি নেই। আমি প্রথমে মেডিকোর ময়মনসিংহের শাখায় ভর্তি হই। এরপর এখিল মাসে ঢাকায় মিরপুর মেডিকো শাখায় ভর্তি হই। মেডিকের ব্যবস্থাপনা ছিল খুবই চমৎকার। তারা পড়ালেখার পাশাপাশি মেন্টোর সাপোর্ট প্রদান করে, যা আমাকে চাপ পেতে সাহায্য করেছে। আর মেডিকোর ২য় ধাপের পরীক্ষাগুলো ছিল খুবই ফলপ্রসূ। আর শেষের মেকাপ ক্লাসগুলো আমাকে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করেছে। এজন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল মেডিকের চিচারদের। মেডিকের মঙ্গল কামনা করছি এবং মেডিকের সাথে থাকতে পেয়ে আমি খুবই উৎফুল্ল।

মানসম্মত প্রশ্ন তোমার মেধার যৌক্তিক যাচাই

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করবেন মেডিকোর প্রধান নির্বাহী পরিচালক ডাঃ জোবায়দুর রহমান জনি। তাই মেডিকোর বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার স্ট্যান্ডার্ড বজায় থাকে এবং এই প্রশ্নগুলো থেকেই অনেক প্রশ্ন ফাইনাল পরীক্ষায় কমন পড়ে। মেডিকোর স্টুডেন্টদের ভাল রেজাল্টের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

OMR মেশিনে প্রতিটি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন

মেডিকোতে প্রতিটি পরীক্ষার উত্তরপত্র OMR মেশিনে মূল্যায়ন করা হয়। তাই উত্তরপত্রে একজন স্টুডেন্টের বৃত্ত ভরাট ঠিকমত হচ্ছে কিনা, প্রশ্নের সাথে সময়ের সমন্বয় রেখে উত্তর করতে পারবে কিনা- তা শুরু থেকেই যাচাই করার সুযোগ থাকে। প্রতিটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নাম্বারের ভিত্তিতে মেধাতালিকা প্রণয়ন করা হয় এবং পরীক্ষার ফলাফল অভিভাবক ও স্টুডেন্টের মোবাইল Auto SMS এর মাধ্যমে পাঠানো হয়।

সময়ের সঠিক ব্যবহার রিভিউ পরীক্ষার স্টাডি রুটিন

প্রতিটি রিভিউ পরীক্ষার পড়া সঠিকভাবে শেষ করার জন্য মেডিকোর প্রধান নির্বাহী পরিচালক স্টাডি রুটিন তৈরি করেন, যে রুটিন স্টুডেন্টদের ভাল প্রস্তুতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে মেডিকোর প্রধান নির্বাহী পরিচালকের নির্দেশনামূলক বক্তব্যও স্টুডেন্টদের গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে।



সানজিদা ইসলাম

জাতীয় মেধায় ৩২৩ তম

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ

প্রাঙ্গন : হলি ক্লাস কলেজ

তোমার প্রয়োজনে আমাদের কার্যক্রম সবসময়ই আলাদা

2nd Time পরীক্ষার্থীদের কোন ক্লাস-পরীক্ষা 1st Time পরীক্ষার্থীদের সাথে হবে না। একজন 2nd Time মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার্থীর ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন যথার্থ বিবেচনায় নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষাসহ যাবতীয় কার্যক্রম আলাদাভাবেই মেইনটেইন করা হয়।

স্বচ্ছতা আর জবাবদিহিতা প্রতি মাসেই অভিভাবক সভা

স্টুডেন্টের সামগ্রিক প্রস্তুতি কোন পর্যায়ে আছে এবং প্রস্তুতি আরও কিভাবে ভাল করা যায় সেই লক্ষ্যে প্রতি মাসে শিক্ষক-অভিভাবক মিটিং আয়োজন করা হবে। সেই মিটিং এ শ্রদ্ধেয় অভিভাবকবৃন্দ তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিতে পারবেন এবং আমরা সেই পরামর্শের ভিত্তিতে মেডিকোর কার্যক্রম সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব।

তোমাকে এগিয়ে রাখবে মেডিকোর থেকে দেওয়া শিক্ষা উপকরণ

১। সহায়ক নোট : জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এর একাধিক লেখকের বই থেকে অতিরিক্ত তথ্য নোট করে দেয়া হবে। যাতে অল্প সময়ে প্রতিটি বিষয়ে সবগুলো লেখকের তথ্য পড়তে সুবিধা হয়।

২। পরিশীলন : প্রতিটি অধ্যায়ের পড়া শেষ করে প্র্যাকটিস করার জন্য নমুনা প্রশ্ন দিয়ে দেয়া হবে। তুমি পড়া শেষ করে বাসায় নিজের প্রস্তুতি যাচাই করে নিতে পারবে।

৩। সাধারণ জ্ঞান বই : মেডিকো থেকে সাধারণ জ্ঞান বই দেওয়া হবে, যে বই থেকে ভর্তি পরীক্ষায় অধিকাংশ প্রশ্ন কমন পড়বে। উল্লেখ্য; ২০১৭ সালের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় মেডিকোর সাধারণ জ্ঞান বই থেকে ১০টির মধ্যে ৭টি প্রশ্ন সরাসরি কমন পড়েছে।

৪। ইংরেজী বই : মেডিকোর নিয়মিত স্টুডেন্টদের ইংরেজী বই দেওয়া হবে, যে বই ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট। উল্লেখ্য; ২০১৭ সালের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় মেডিকোর ইংরেজী বই থেকে ১৫টির মধ্যে ১১টি প্রশ্ন সরাসরি কমন পড়েছে।

৫। প্রশ্নব্যাংক : বিগত ১৫ বছরের মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন সমন্বয়ে প্রশ্নব্যাংক দেয়া হবে।

আমি সানজিদা ইসলাম, হলি ক্লাস কলেজের ছাত্রী ছিলাম। আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতে, বাবা-মার দোয়ায় এবং সকলের প্রচেষ্টায় আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ চাপ পেয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমি মেডিকেল ডিসেম্বর মাস থেকে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করি। মেডিকোর চিচারদের অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা প্রথম থেকেই আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল আমার প্রস্তুতিকে মজবুত করতে। মেডিকো শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে অনেক সহযোগিতা করেছে এমনকি মেডিকো বৰ্ষ হওয়ার পরও পড়ালেখা সময়ে অনেক সমস্যা সমাধান করতে পেরেছি। আমার চেষ্টা অনুপ্রেরণা শেষ পর্যন্ত আমি ধরে রাখতে পেরেছি। সৃষ্টিকর্তা আমার, আমার মা-বাবার মনের ইচ্ছা পূরণ করেছেন। আল্লাহর রহমতে, মা-বাবা সকলের দোয়া এবং প্রচেষ্টায় আমি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে চাপ পেয়েছি। আল্লাহর উপর ভরসা এবং নিজের পড়ালেখা ঠিক রাখতে পারলে পাঁচ নম্বর কাটা সত্ত্বেও মেডিকেল এ চাপ পাওয়া সম্ভব।



মোঃ ফিরোজ আহমেদ

জাতীয় মেধায় ৩২৬ তম

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ

প্রাঙ্গন : আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন পাবলিক কলেজ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আমি মোঃ ফিরোজ আহমেদ ২০১৭-১৮ এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার সাফল্যের মূলে রয়েছে সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমত, আমার পিতা-মাতার দোয়া ও আমার পরিশ্রম। আমার প্রস্তুতির প্রতিটি পর্যায়ে আমার সাথে ছিল মেডিকো পরিবার। প্রথমবার শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাই। কিন্তু ডাক্তার হওয়ার অদ্যম ইচ্ছা আমাকে আবারও প্রস্তুত করে ২য়বার এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার চালেঞ্জ নেয়ার জন্য। হঠাৎ স্বপ্নে ভাটা পরে গিয়েছিল ২য়বার পরীক্ষার জন্য পাঁচ নম্বর কাটার দুঃসংবাদে। সে সময়টায় মনে জমা হওয়া হতাশা কাটিয়ে তুলেছিল মেডিকোর শিক্ষকদের প্রেরণা মূলক ক্লাসের দ্বারা। উল্লেখ্য মেডিকোর প্রতিটি কার্যক্রমে আমি নিয়মিত ছিলাম এবং আমার সফলতার পিছনে মেডিকোর ভূমিকা অতুলনীয় এবং আমি মেডিকোর বাইরে কোথাও কোন কোচিং বা প্রাইভেট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করিনি।

পুরস্কার আয়োজন রিভিউ পরীক্ষায় শীর্ষস্থানপ্রাপ্তদের

নিয়মিত ও মেধাবী স্টুডেন্টদের পড়ালেখায় উৎসাহিত করার জন্য প্রতিটি Weekly Exam, Monthly Exam, Trial Exam এ সমিলিত মেধাতালিকায় শীর্ষস্থানপ্রাপ্তদের পুরস্কৃত করা হবে।

একাডেমিক সাপোর্ট অন্যান্য পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত

মেডিকোর নিয়মিত স্টুডেন্টদের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ ফ্রি-

- ১। মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার মডেল টেস্ট
- ২। ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার মডেল টেস্ট
- ৩। আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার মডেল টেস্ট
- ৪। আর্মি মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষার মডেল টেস্ট

স্পেশাল কোর্স নতুন আয়োজনে প্ল্যান-২

১ম, ২য়, ৩য় ব্যাচের স্টুডেন্টদের আগামী মে মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ কোর্স শেষ হবে। অতঃপর জুন মাস থেকে স্পেশাল কোর্স শুরু হবে। স্পেশাল কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ের রিভিশন ক্লাস, টিউটোরিয়াল ক্লাস, পদার্থবিজ্ঞান-রসায়ন গ্যাণিতিক সমস্যার উপর ক্লাস নেয়া হবে। অন্যান্য কোচিং যেখানে ১ম বার কোর্স শেষ করে আর কোন ক্লাস নেয় না সেখানে আমাদের চেষ্টা থাকবে ভর্তি পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের রিভিশন ক্লাসের ব্যবস্থা রাখা যাতে তুমি কোন ভাবেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে না পড়।



সুমিতা বিশ্বাস

জাতীয় মেধায় ৩৭২ তম

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ

প্রাঙ্গন : হলি ক্লাস কলেজ

একজন সেকেন্ড টাইমার পরীক্ষার্থীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ- নিজের লক্ষ্যে আটুট থেকে সর্বোচ্চ পরিশ্রম করে যাওয়া। আমার জন্য জার্নিটা একটু অন্য রকম ছিল যদিও। ১ম বার ফরিদপুর মেডিকেল ভর্তি থাকা অবস্থায় ২য় বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিই। প্রথমে ৫ নম্বর কাটার কথা জানলেও পরবর্তীতে ৭.৫ নম্বর কাটার বিজ্ঞাপ্তি আসে। সেক্ষেত্রে আমার মানসিক লড়াইটা করতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পুরোটা সময় ‘মেডিকো’ থেকে দারণ একটা সাপোর্ট পেয়েছি। ‘মেডিকো’-র গাইড লাইন ফলো করায় আর সৃষ্টিকর্তার পরম কর্মাতে এত কিছু সত্ত্বেও ২০১৭ সালের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আমি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। পরিবারের সাপোর্ট আমার জন্য খুব বেশি কেননা এই সিদ্ধান্তটা নেওয়াই খুব রিক্ষি ছিল। সবশেষে একটা কথাই বলতে চাই: ৫ কাটুক বা ৭.৫, দমে যাওয়া উচিত না। নিজের লক্ষ্য মজবুত, উদ্দেশ্য সৎ আর পর্যাপ্ত পরিশ্রম থাকলে যে কোন কিছুই অর্জন সম্ভব।



কানিজ ফাতেমা মো

জাতীয় মেধায় ৩৭৩ তম

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ

প্রাঙ্গন : রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

প্রথমবার চাস না পেয়ে অনেক বেশি হতাশ ছিলাম। বাবা-মা বলেছিলেন যে, আমাকে তারা প্রাইভেট মেডিকেল ভর্তি করতে রাজি আছেন। কারণ আমি মেডিকেল ছাড়া অন্য কোথাও পড়ার কথা কখনো ভাবিনি, আমিই রাজি ছিলাম না। বললাম যে আমি আরেক বার চেষ্টা করতে চাই। বাবা-মা ও রাজি হয়ে গেলেন। তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এই একটা বছর আমি কেমন করে কাটব? মেডিকোতে ভর্তি হয়ে গেলাম। এই একটা বছর এখন মনে হচ্ছে যে অনেক তাড়াতাড়িই কেটে গেছে। বাবা-মা ও মেডিকোর ভাইয়া-আপুরা আমার উপর বিশ্বাস করত বলেই আমি আত্মবিশ্বাস আটুট রাখতে পেরেছি এবং আল্লাহর রহমতে আমি এখন ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে চাস পেয়েছি। আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া ও মেডিকোকে অনেক ধন্যবাদ।

অভিনন্দন!

মেডিকেল
ভর্তি পরীক্ষা
২০১৭



তোহিদ
প্রাঙ্গন নটর ডেম কলেজ
জাতীয় মেধায় ৮ম



তাইবুর
প্রাঙ্গন পীরগঞ্জ গভ. কলেজ
জাতীয় মেধায় ৯ম



মৌরী
প্রাঙ্গন হলি ক্রস কলেজ
জাতীয় মেধায় ১০ম



ইসরাত আরা
প্রাঙ্গন আইডিয়াল কলেজ
জাতীয় মেধায় ১৩তম



মুশফিকুজ্জামান
প্রাঙ্গন কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ
জাতীয় মেধায় ১৭তম



জান্নাতুল জিনাত
প্রাঙ্গন জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট
জাতীয় মেধায় ১৮তম



জাকিয়া জান্নাত
প্রাঙ্গন হলি ক্রস কলেজ
জাতীয় মেধায় ২২তম



ফাতেমা আকতার
প্রাঙ্গন চট্টগ্রাম কলেজ
জাতীয় মেধায় ২৪তম



তাহের উল আলম
প্রাঙ্গন পাবনা ক্যাডেট কলেজ
জাতীয় মেধায় ২৬তম



সাদিয়া আফরোজ
প্রাঙ্গন নয়া বাজার জিয়ী কলেজ
জাতীয় মেধায় ২৮তম



ফারিয়া ইফাতুম
প্রাঙ্গন কুমিল্লা ভিট্টোরিয়া কলেজ
জাতীয় মেধায় ২৯তম



জান্নাতুল ফেরদৌস
প্রাঙ্গন চট্টগ্রাম কলেজ
জাতীয় মেধায় ৩০তম

2ND TIME [STORY] 2017



মোছাঃ ফাহমিদা আকতার পানসী

জাতীয় মেধায় ৩৯৪ তম
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ
প্রাঙ্গন · মতিখিল আইডিয়াল কলেজ

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই তিনি আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌছানোর সৌভাগ্য করে দিয়েছেন। সেই সাথে আমার মা-বাবাকেও অনেক ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা পাশে না থাকলে আজ হয়ত এখানে আমি আসতে পারতামনা। একটা বছর অনেক কিছু সহ্য করে তারা আমার পাশে থেকেছেন, আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। প্রথমবার যখন মেডিকেল-এ চাপ পাইনি তখন মানুষজন অনেক কথা শুনিয়েছেন যেগুলো শুনে প্রচন্ড কান্না পেত। কিন্তু সবকিছু সহ্য করে আমি 2nd Time এডমিশন টেস্টের জন্য নিজেকে পুনরায় প্রস্তুত করতে মেডিকো তে ভর্তি হই। তখন জানতাম না যে ৫ নম্বর কাটা যাবে, কিন্তু যখন জানতে পারি যে ৫ নম্বর কাটা যাবে তবুও আশা ছেড়ে না দিয়ে পরিশ্রম চালিয়ে গিয়েছি। এক্ষেত্রে মেডিকো আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। আমি মনে করি মেডিকোর সিস্টেম বেস্ট। এখানকার শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ অনেক বেশি আন্তরিক। প্রথমে মনে হত আমি বোধ হয় শেষ করতে পারবনা, আমি চাপ পাবনা; কিন্তু অবশ্যে আমি সফল হয়েছি কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে। ৫ নম্বর আমার সাফল্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।



জোবায়দুর রহমান

জাতীয় মেধায় ৪০০ তম
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ
প্রাঙ্গন : ঢাকা সিটি কলেজ

আসসালামু আলাইকুম,
আমি জোবায়দুর রহমান, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেলে চাপ পেয়েছি। আমি একজন সেকেন্ড টাইমার ছিলাম। প্রথমবার আমার কোনো সরকারি মেডিকেলে চাপ না হওয়ায় ২য়বার মেডিকেলে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেই তখন সবাই বলেছিল “যদি সেকেন্ড টাইমও তোমার ন হয়? আরও বলেছিল সেকেন্ড টাইম নাহলে তুম কি করবে?” আমি এ সকল অনিশ্চয়তাকে উপেক্ষা করে এবং পাঁচ মার্ক কাটা সত্ত্বেও সেকেন্ড টাইম মেডিকেলে পরীক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকি। আমি সেকেন্ড টাইম প্রস্তুতির প্রথম ও শেষ পর্যন্ত মেডিকোতেই ছিলাম। আমার সাফল্য এর পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান এবং সাহায্য ছিল আমার প্রতিপালকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আমাকে এত ভাল বাবা ও মা দেয়ার জন্য। পাশাপাশি মেডিকোর অবদান ও সহযোগিতাও ছিল প্রশংসনীয়।

অভিনন্দন!

ডেন্টাল
ভর্তি পরীক্ষা
২০১৭



তামান্না
জাতীয় মেধায় ২য়



ফাহমিদা
জাতীয় মেধায় ৩য়



সুজনা মণ্ডল
জাতীয় মেধায় ৭ম



সামসাদ বেগম
জাতীয় মেধায় ৯ম



সুমাইয়া
জাতীয় মেধায় ১০ম



মিজানুর
জাতীয় মেধায় ১১তম



নুশরাত
জাতীয় মেধায় ১২তম



সন্ধিতা
জাতীয় মেধায় ১৩তম



সানজিদা
জাতীয় মেধায় ১৪তম



মারিয়া
জাতীয় মেধায় ১৭তম



সানজিদা
জাতীয় মেধায় ১৮তম

2ND TIME [STORY] 2017



মোঃ রাকিবুল ইসলাম

জাতীয় মেধায় ৪২৫ তম

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ

প্রাক্তন : ঢাকা কলেজ

আমি মোঃ রাকিবুল ইসলাম, আল্লাহর অশেষ কৃপায় এবার আমি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে চাপ পেয়েছি। আমার অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল আপুর রেজাল্ট ও পরিবারের সহায়তা। ছটবেলায় আপু যখন বৃত্তি পেল তখন আমার স্বপ্ন জাগল আমি বৃত্তি পাব এবং পেয়েছি। আপু যখন মেডিকেল কলেজে চাপ পেল তখন আমার মনে হল আমাকেও পড়তে হবে। তাই মেডিকেলে পড়ার স্বপ্নে প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করি। কিন্তু অল্পের জন্য হয়নি। আমি ভাগ্যবান ছিলাম কারণ আমার পরিবার আমার উপর থেকে আস্থা হারায়নি। তারা আমাকে কোনো কঠু কথা পর্যন্ত শোনায়নি। আমার প্রতি বিশ্বাস রেখে তারা ২য়বার পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য মেডিকেল কোচিংয়ে ভর্তি করায়। মেডিকেলে যে বিষয়টা আমাকে প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছে তা হচ্ছে তাদের পুরুষার দেওয়াটা। যখন কোনো পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট হতোনা পুরুষারের কথা মনে করে আরও ভাল করে পড়তাম। এভাবে চলতে হঠাৎ খবর আসে আমাদের প্রাণ নম্বর থেকে ৫ নম্বর কেটে নিবে যা আমাকে প্রথমে হতাশ করেছিল। কিন্তু এটাকে ভাগ্য মনে করে জোর প্রস্তুতি শুরু করি। ভর্তি পরীক্ষার সময় খুব চিন্তায় ছিলাম তাই কিছু সহজ উভয় ভুল হয়ে যায়। পরীক্ষা শেষে যখন বের হই তখন সবাইকে বলতে শুনি ৯০+ পাবে। তাই হতাশ হয়ে যাবার ফিরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। অবশেষে আল্লাহর কৃপায় ৮৪.২৫ নম্বর পাই। ৫ নম্বর কেটে ৭৯.২৫ পাই। তাই শেষে আবারও আমার মেডিকেল ভাইয়া-আপুদের ধন্যবাদ জানাই। কোথাও ভর্তি না হয়ে আমার পরিশ্রম-পরিবারের দোয়া, মেডিকেল সহায়তা ও স্ট্রাটার ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়েছে।



তাসলিমা তাসমীম

জাতীয় মেধায় ৪৫০ তম

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ

প্রাক্তন : আদমজী ক্যান্ট. কলেজ

আমি একজন সেকেন্ড টাইমার ছিলাম, ফাস্ট টাইমেও মেডিকেল কোচিং করেছিলাম। যখন সেকেন্ড টাইমারদের ৫ মাইনাস করার সিদ্ধান্ত হলো, তখন খুব ডিপ্রেশনে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর মেডিকেলের ভাইয়ারা ক্লাসে অনেক ইগ্নেশনের করতেন। তারা বলতেন যতই নাশার কাটুকনা কেন নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমি পারবোই। আমি এখন কিছু মেডিকেল কোচিং নিয়ে কথা বলি। মেডিকেলে এ যেভাবে টেক্সট বুকটা পড়ানো হয় তা মনে হয় অন্য কোথাও পড়ানো হয় না। আর আমরাতো জানিই মেডিকেলের সব প্রশ্ন টেক্সট বুক থেকেই হয়। মেডিকেলের এক্সামগুলো খুব হেল্পফুল ছিলো। প্রত্যেক দিন ১০০ নম্বরের এক্সাম নেওয়ায় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন কিভাবে আসতে পারে তা সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা হয়ে যেত। মেডিকেল কোচিংয়ের সব কিছুই বেস্ট। কেউ যদি সৃষ্টিকর্তার উপর এবং নিজের উপর বিশ্বাস রাখে তাহলে সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই তার প্রতিদান দেবেন, এর প্রমাণ আমি নিজেকে দিয়ে পেয়েছি।

২০১৭ সালে মেডিকো থেকে শীর্ষ ৫ টি মেডিকেল কলেজে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ

২০১৭ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ



২০১৭ সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ



২০১৭ সালে শহীদ সোহরাওয়াদী মেডিকেল কলেজে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ



২০১৭ সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ



২০১৭ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ



মাহবুবুর রহমান দুর্জয়

জাতীয় মেধাবী ৪৩১ তম

শহীদ সোহরাওয়াদী মেডিকেল কলেজ

প্রাইন : ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

আমার মেডিকেলে পড়ার স্বপ্ন যে খুব বেশি দিনের তা কিন্তু নয়। মূলত 1st time যখন মেডিকোতে আমি তখনই মেডিকেলে পড়ার প্রতি আগ্রহ পাই। সত্যি বলতে কলেজ লেভেলে খুব একটা পড়াশোনা করিনি। আজমল, হাসান কিংবা হাজারী স্যারের বই সম্পর্কে হাতেখড়ি মেডিকোতেই। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে প্রথমবার মেডিকেলে ক্ষেত্রে ছিলো ৩২.৫ মাত্র। কিন্তু মেডিকোতে ভাইয়াদের ইসপিরেশন, বাবা-মা ও নিজের আগ্রহে ২য় বার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নেয়া শুরু করি। অবশ্য প্রথমবার একটা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ছিলাম। তবুও আশেপাশের পরিবেশ এতটাই প্রতিকূল ছিল মাঝে মাঝে নিজেকে অসহায় মনে হত। এটা সত্য যে বাবা-মার সাপোর্ট সবসময় ছিল। তাছাড়া যখন এই সিদ্ধান্ত হয় যে মেডিকেলে ৫ নম্বর কাটা হবে তখনকার অবস্থা বিশেষ করে মানসিক অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ ছিল। বাসায়ও কিছু জানাইনি, পরদিন মেডিকোতে আমি ভাইয়াদের সাথে কথা বলে আবার পুরোদমে পড়া শুরু করি। আল্লাহর অশেষ রহমতে সবকিছু পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছি। সাথে ছিল মেডিকো আর শ্রদ্ধেয় বাবা-মা।



মৌমিতা সরকার

জাতীয় মেধাবী ৪৫৪ তম

শহীদ সোহরাওয়াদী মেডিকেল কলেজ

প্রাইন : রাজশাহী কলেজ

আমি মৌমিতা সরকার। একজন সেকেন্ড টাইমার হিসেবে আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই সৃষ্টিকর্তার কাছে। আর আমার জন্যে অনেক বড় পাওয়া ছিল ফ্যামিলির সাপোর্ট। সেকেন্ড টাইমাদের আসলে সবচেয়ে যে বড় ভয়টা থাকে তাহলো অনিষ্টয়তা। আমি প্রথমবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগে ভর্তি হই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো একটা বিষয় ছেড়ে এসে নতুন করে আবার ভর্তি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত নেয়াটা কতখানি যৌক্তিক এই নিয়ে দ্বিধায় থাকতাম সারাদিনই। আবার যদি পাঁচ মার্কস কাটে তাহলে চাপ পাব কিনা এটা নিয়েও ভয় কাজ করত। কিন্তু এখন আমি পরীক্ষা দেয়ার পরে এটা বুবাতে পারি যে পুরো বছরটা সৎ ভাবে কঠোর পরিশ্রম করলে না পারার কিছু নাই। দরকার শুধু নিজের ওপর বিশ্বাস। আর মেডিকোর চিচারদের উপদেশ, ক্লাস সব কিছু পুরোপুরি অনুসরণ করা। সেকেন্ড টাইমার হিসেবে মেডিকো থেকে যে মেন্টল সাপোর্ট পেয়েছি, উৎসাহ পেয়েছি সেটা আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে, যেটা আর কোথাও পেতাম বলে আমার মনে হয় না।

২০১৭ সালে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকার বিভিন্ন কলেজ থেকে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ

২০১৭ সালে হলি'ক্স' কলেজ থেকে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ



২০১৭ সালে ডিকারণ্সা 'নুন' কলেজ থেকে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ



২০১৭ সালে 'নটর ডেম' কলেজ থেকে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ



২০১৭ সালে 'রাজউক উত্তরা' মডেল কলেজ থেকে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ



২০১৭ সালে 'সরকারী মেডিকেল ও ডেন্টাল' কলেজ থেকে চাঙ্গপ্রাপ্তদের একাংশ



মেডিকেল

২০১৭ সালে জাতীয় মেধায় ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১৩তম, ১৭তম, ১৮তম, ২২তম,
২৪তম, ২৬তম, ২৮তম, ২৯তম, ৩০তম সহ ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৭৩ জন এবং
সরকারী মেডিকেল কলেজে সর্বমোট ১৩৭০+ জনের সাফল্য

ডেন্টাল

২০১৭ সালে ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় জাতীয় মেধায় ২য়, ৩য়, ৭ম, ৯ম, ১০ম সহ
ঢাকা ডেন্টাল কলেজে ৩৭ জন এবং সরকারী ডেন্টাল কলেজে ১৯৫+ জনের সাফল্য



জয় সুত্রধর আকাশ

জাতীয় মেধায় ৪৯২ তম

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ

প্রাক্তন : নটর ডেম কলেজ

এ বছর সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় আমি শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ চাপ পেয়েছি। সৃষ্টিকর্তার পর যাদের আমি ধন্যবাদ জ্ঞানের আমার বাবা মাকে। তাদের অনুপ্রেরণা সহযোগিতা এবং অসীম সমর্থনের কারণে আজ আমি মেডিকেলের স্টুডেন্ট। আমি প্রথমবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ১.২৫ নম্বরের জন্য চাপ পাইনি। রেজাল্ট দেখাল ওয়েটিং ৪১৮, আমি খুব ভেঙে পড়েছিলাম সে সময় কেননা ছেটবেলা থেকেই স্পন্স ছিল ঢাকার হব। আমার বাবা-মা ও ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু তখনই সমর্থন দিয়েছিল ২য় বার চেষ্টা করার জন্য। এই দুজনই মানুষ আমাকে সবসময় সাপোর্ট দিত। আমার কাছে একটি বারের জন্যও কৈফিয়ত চাননি কেন এমন হল। এরপর আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম এবং চাপ পেলাম কিন্তু ISSB তে শেষের দিন বাদ পড়লাম। আবারও সেই একই ঘটনা। হতাশায় কি করব বুঝতে পারছিলাম না। তখন সিদ্ধান্ত নিলাম ২য়বার পরীক্ষা দিব। এজন্য শুধুমাত্র টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ICT বিভাগে ভর্তি হয়ে ২য়বার ভর্তি পরীক্ষার জন্য MEDICO তে ভর্তি হলাম। এরপর ভাইয়া আপুদের দিক নির্দেশনায় কি ভাবে দশ মাস চলে গেল বুঝলামই না। ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে মোটামুটি আত্মবিশ্বাস ছিল যে এ বছর চাপ পাব। আমার বাবা রেজাল্টের আগ পর্যন্ত বাবা বলেছিল তুমি ঢাকার বাইরে চাপ পাবা না, স্টপ চাইলে ঢাকার মধ্যেই পাব। সত্যি সত্যিই ৫ নম্বর কাটার পরও ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে চাপ পেয়েছি। এজন্য সৃষ্টিকর্তা, বাবা-মা ও MEDICO কে আবারও অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞানাচ্ছি।



জান্নাতুল ফেরদৌস নোশিন

জাতীয় মেধায় ৫৫৬ তম

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ

প্রাক্তন : রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

আস্মালামু আলাইকুম। আমি জান্নাতুল ফেরদৌস, ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে মহান সুযোগ পেয়েছি। আমার এ সাফল্যের জন্য আমি সৃষ্টিকর্তা, আমার বাবা-মা এবং আমার শিক্ষকদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমার কাছে ২য়বার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দেওয়াটা একটা চ্যালেঞ্জের মত ছিল। প্রথম থেকেই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে, মহান আল্লাহ ত'আলা কখনও পরিশ্রমীদের হতাশ করেননা। এক্ষেত্রে মেডিকোর ভাইয়া-আপুদের অনুপ্রেরণা আমাকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। মেডিকোতে ডিসেম্বর মাস থেকে কোচিং শুরু করি এবং মেডিকোর নির্দেশনা মোতাবেক পড়াশুনা করি। মেডিকোর পড়ানোর Unique টেকনিক, ছন্দগুলোর আসলেই কোনো তুলনা হয় না। ২য়বার ভর্তি পরীক্ষা দেওয়াটা আমার কাছে আশীর্বাদের মত। এই একটা বছর আমাকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে। এ বছর যখন ২য়বার পরীক্ষার্থীদের ৫ নম্বর কাটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন কিছুটা বিচলিত হলেও মেডিকোর ভাইয়া-আপু, আমার মা-বাবা আমাকে অনেক সাহস যুগিয়েছে। আমি মেডিকোর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।